ক্রি কে ট র ঙ্গ

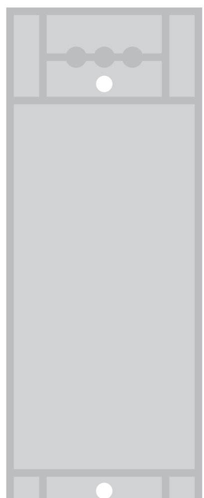

ক্রিকেটরঙ্গ

মাসুদ মাহমুদ

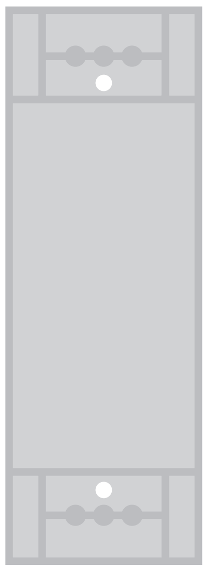

KOBI PROKASHANI

ক্রিকেটরঙ্গ
মাসুদ মাহমুদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Cricketranga by Masud Mahmud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: May 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-2-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

কোত্থেকে আর কী করে ৯
ক্রিকেটরঙ্গ ১৮

কোত্থেকে আর কী করে

■ ক্রিকেটের জন্ম যে ঠিক কবে, তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি। তবে অনেকেরই বিশ্বাস, খেলাটি এসেছে 'টুলবল' এবং 'ক্লাববল' নামের দুটো খেলা থেকে। এই খেলা দুটো একসময় ইংল্যান্ডের গ্রামে গ্রামে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল।

টুলবল খেলায় বর্তমান ক্রিকেটের স্টাম্পের জায়গায় রাখা হতো একটি টুল। সেটির সামনে দাঁড়াতেন খেলোয়াড়। ব্যাটসম্যানের জায়গায় দাঁড়ালেও তাকে ব্যাটসম্যান বলা যাবে না, কারণ কোনো ব্যাট বা লাঠি থাকত না তাঁর হাতে। বোলারের স্থান থেকে ছুড়ে দেওয়া বলটি তাঁকে ঠেকাতে কিংবা মারতে হতো হাতের তালু দিয়ে। প্রতিটি মারের জন্য থাকত একটি করে পয়েন্ট। আর বল টুলে গিয়ে লাগলে 'আউট' হয়ে যেতেন তিনি।

ক্লাববল খেলার ধরন ছিল একটু আলাদা। এই খেলায় ব্যাটসম্যানের জায়গায় দাঁড়ানো খেলোয়াড়ের পেছনে টুল বা অন্যকিছু রাখা হতো না। তবে তাঁর হাতে থাকত ক্রিকেট ব্যাটের মতো একটি লাঠি। আধুনিক ক্রিকেটের ব্যাটের মতোই ব্যবহার করা হতো সেটাকে। আর বল যদি এসে লাগত খেলোয়াড়ের পায়ে, দান শেষ হয়ে যেত তাঁর।

এই খেলা দুটোই ক্রিকেটের আদি উৎস বলে জোর দাবি করে থাকেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ।

■ আধুনিক ক্রিকেটের প্রবর্তন হয়েছে, খুব সম্ভব, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইংল্যান্ডের পুরনো আমলের নথিপত্র ঘেঁটে এটা আন্দাজ করা হয়।

তবে লিখিত প্রমাণ অনুসারে, ১৫৫৮ সালের বছর পঞ্চাশেক আগে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। ইংল্যান্ডের গিল্ডফোর্ড আদালতে সংরক্ষিত নথিপত্র এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

■ ক্রিকেটের আদিযুগে উইকেট বানানো হতো গাছের গুঁড়িকে, গাছের ডাল ভেঙে বানানো হতো ব্যাট। নিয়মকানুনের কোনো বালাই ছিল না তখন।

১৭৪৪ সালে প্রথম নির্দিষ্ট আকারের উইকেটের প্রবর্তন করা হয়। দুফুট দূরত্বে দুটো একফুট উঁচু খুঁটি পুঁতে আধুনিক ক্রিকেটের 'বেল'-এর মতো করে আরেকটি দণ্ড দিয়ে সংযুক্ত করা হলো উইকেট দুটো।

■ ব্যাটসম্যানদের দাঁড়ানোর জন্য কোনো ক্রিজ ছিল না সেই সময়। তার বদলে উইকেটের সামনে থাকত একটি গর্ত। নিয়ম করা হলো, প্রত্যেকবার রান নেওয়ার সময় ব্যাটসম্যানরা ব্যাট দিয়ে একবার করে ছুঁয়ে যাবেন সেই গর্ত। উইকেটরক্ষক বা বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় যদি ব্যাটসম্যান গর্তটি ছোঁয়ার আগে গর্তে ফেলে দিতে পারতেন বলটি, তাহলে ব্যাটসম্যান রান আউট হয়ে যেতেন।

দেখা গেল, এই নিয়মটি মনঃপূত হয়নি অনেকেরই। ফলে অপছন্দের এই নিয়মটিকে ক্রিকেট থেকে নির্বাসন দেওয়া হলো অচিরেই।

■ নিয়ম করা হলো, উইকেটের সামনে কোনো গর্ত থাকবে না; কিন্তু তার বদলে চিকন একটি করে ছড়ি দেওয়া হলো আম্পায়ারদের হাতে। ব্যাটসম্যান রান নিতে গেলে তাঁরা উইকেটের সামনে এগিয়ে আসতেন ছড়ি হাতে নিয়ে। ব্যাটসম্যানের ওপরে দায়িত্ব ছিল প্রতিটি রান নেওয়ার সময় ব্যাট দিয়ে একবার করে সেই ছড়ি স্পর্শ করা।

এই নিয়মটি কিন্তু ততটা বিরোধিতার সম্মুখীন হলো না। ফলে বেশ কিছুদিন দাপটের সাথে রাজত্ব করল নিয়মটি।

■ সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। বোলারদের পক্ষ থেকে লাগাতার অভিযোগ আসতে শুরু করল—ব্যাটসম্যানের পেছনের উইকেট দুটোর ফাঁক দিয়ে বল বের হয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। ফলে নিশ্চিতভাবে আউট হয়ে যাওয়া ব্যাটসম্যানও খেলা চালিয়ে যেতে পারছেন। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কানে গেল অভিযোগটি। সেটার সত্যতা যাচাই করতে তাঁরা একদিন মাঠে এলেন খেলা দেখতে।

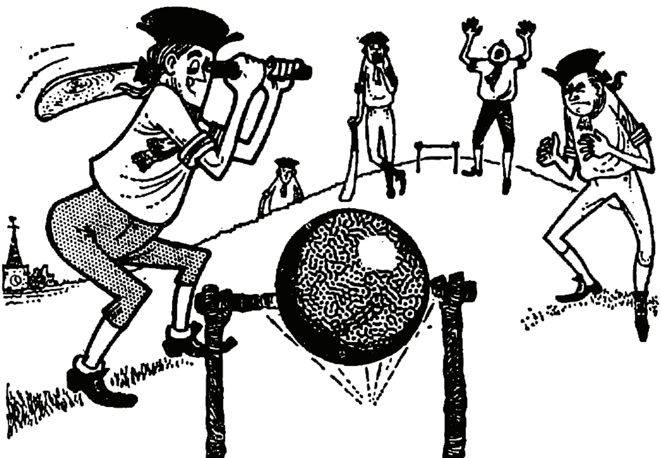

১৭৭৫ সালের মে মাসের ঘটনা সেটা। সেদিনের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'ফাইভ অব হ্যাম্বলডন' এবং 'ফাইভ অব কেন্ট'। একসময় খেলায় এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আর চৌদ্দ রান করতে পারলেই জিতে যাবে হ্যাম্বলডন দল। ব্যাট করতে নেমেছে তাদের শেষ ব্যাটসম্যান জন স্মল। কেন্ট দলের স্টিভেন্‌স বল করছিলেন তখন। একটি বল মারতে গিয়ে ব্যাটে-বলে করতে পারলেন না স্মল। সবার চোখের সামনে বলটি দুই উইকেটের ফাঁক গলে চলে যায়। আউট? আপাতভাবে—হ্যাঁ। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী বেল না পড়লে ব্যাটসম্যান আউট নয়। অতএব আইনের ফাঁক গলে ক্রিজে বহালতবিয়তে টিকে রইলেন তিনি। এরপর স্টিভেনসের

উপর্যুপরি কয়েকটি বল দুই উইকেটের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্মল আউট হলেন না, শুধু তা-ই নয়, জিতিয়েও দিলেন দলকে।

টনক নড়ল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের।

■ ক্রিকেটে 'তিন উইকেট' ব্যবহারের প্রথা চালু করা হলো ১৭৭৭ সালে। তবে উইকেটের উচ্চতা এবং ব্যবধান থেকে গেল আগের মতোই। কেবল আগের দুটো উইকেটের মাঝখানে পুঁতে দেওয়া হলো আর একটি উইকেট এবং তুলে নেওয়া হলো উইকেটের মাথায় শুইয়ে রাখা কাঠি বা 'বেল'। বেলবিহীন তিন উইকেটের নিয়ম বেশ কিছুদিন চলল ক্রিকেটে।

১৭৯৮ সালে আবার কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হলো উইকেটের মাপের। স্থির করা হলো, উইকেটের উচ্চতা হবে ২৪ ইঞ্চি, পরিধি ৭ ইঞ্চি। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, উইকেট তিনটির মাথায় রাখা হবে একটি বেল।

উইকেটের ওপরে এক বেলের পরিবর্তে দুটি বেল রাখার নিয়ম এলো ১৮০৯ সালে। উইকেটের মাপেও রদবদল হলো কিছুটা—উচ্চতা ২৬ ইঞ্চি এবং পরিধি ৯ ইঞ্চি।

আধুনিক ক্রিকেটে উইকেটের উচ্চতা এবং পরিধির যে নিয়ম মেনে চলা হয়, সেটি প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৩১ সালে। ২৮ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি উইকেটকে ৯ ইঞ্চির ভেতরে এক সারিতে সাজাতে হয় আনুমানিক ৩ ইঞ্চি ব্যবধানে।

■ অনেক আগে ক্রিকেট বলের আকার নিয়ে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে। যদিও সবাই জানত বলের মাপ—পরিধির হিসাবে সোয়া ৯ ইঞ্চি, তবু আম্পায়ারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছোট আকারের বল ব্যবহার করত বোলারেরা।

১৯২৫ সালের ঘটনা। একটি খেলার সময় বল হাতে নিয়েই সন্দেহ হলো আম্পায়ারের। মনে হলো, বলটি বেশ ছোট। মেপে দেখা গেল, আসলেও তা-ই। বলের পরিধি ৯ ইঞ্চিরও কম। আরও কয়েকটি বল এনে পরীক্ষা করে দেখা হলো—সবগুলোই মাপে ছোট। খেলা স্থগিত রেখে

তৈরি করা হলো সোয়া ৯ ইঞ্চি পরিধির বল। বলের আকার দেখে ঘোর প্রতিবাদ জানাল বোলারেরা। এত বড় বল দিয়ে খেললে ব্যাটসম্যানরা সহজেই ব্যাটে-বলে করতে পারবে এবং বোলারদের পক্ষে খুব দুরূহ হয়ে পড়বে তাদের আউট করা।

বোলারদের দাবিকে বিবেচনায় এনে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, বলের পরিধি হবে ৯ ইঞ্চি। আম্পায়ারদের ওপরে দায়িত্ব বর্তাল—খেলা শুরু হওয়ার আগে বলের মাপ পরীক্ষা করে নেওয়া।

■ এখন ক্রিকেট ব্যাটের সাইজ সবারই জানা—লম্বায় ৩৫ ইঞ্চি এবং চওড়ায় সাড়ে চার ইঞ্চির বেশি নয়। তবে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত ব্যাটের আকার-আকৃতির ব্যাপারে কোনো নিয়মকানুনই ছিল না।

সেই বছর ঘরে তৈরি একখানা ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন সারের রিগেট দলের টম হোয়াইট। ব্যাটটি ছিল ছিল অস্বাভাবিক চওড়া—

একেবারে পুরো উইকেট আগলে রাখার মতো, বলা চলে আঅফলেগস্টাম্প চওড়া। সেই ব্যাট দিয়ে সবগুলো স্টাম্প আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

বিপক্ষ দলের একজন ফিল্ডার জোগাড় করল একটি ছুরি। টম হোয়াইটের হাত থেকে ব্যাটটি নিয়ে সে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল বাড়তি অংশ। পাশে দাঁড়িয়ে তখন রাগে গজরাচ্ছিলেন টম হোয়াইট।

ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন চটজলদি—ব্যাটের প্রস্থ হবে সর্বোচ্চ সাড়ে চার ইঞ্চি।

■ প্রায় নিয়মবিহীন সেই দিনগুলোয় কত উদ্ভট কাণ্ডই না হতো! ১৭৭০ সালে টম টেলার এবং রিং নামের দুজন ব্যাটসম্যান খেলতে নামলেন মাঠে। সারা দিন খেলেও আউট হলেন না তাঁদের কেউ। বোলারেরা ঘেমে-নেয়ে অস্থির। তবু ব্যাটসম্যান দুজন ক্রিজে টিকে রইলেন নির্বিঘ্নে। ব্যাপার কী? না, পা দিয়ে উইকেট আড়াল করে রেখেছেন দুজনেই। খেলতে গিয়ে যে বল তাঁরা আটকাতে পারছেন না ব্যাট দিয়ে, পা দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছেন সেটিকে।

কর্তৃপক্ষের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। অনেক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা—কোনো ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে পা দিয়ে বল ঠেকালে তাঁকে আউট দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়লেন আম্পায়ারেরা। কারণ, কোন ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে পা দিয়ে খেলছে, আর কার পায়ে বল এসে সত্যি সত্যি লাগছে, সেটা নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে ভুলভাল সিদ্ধান্ত দিতে লাগলেন তাঁরা। অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠল খেলোয়াড়দের ভেতরে।

আবার আলোচনায় বসতে হলো কর্তৃপক্ষকে। এবারে সিদ্ধান্ত হলো—উইকেট লক্ষ্য করে ছুটে আসা বল যদি ব্যাটসম্যানের পায়ে কিংবা শরীরের অন্য কোনো অংশে লেগে দিগভ্রষ্ট হয় কিংবা থেমে যায়, তাহলে আউট ঘোষণা করা হবে ব্যাটসম্যানকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারটি আম্পায়ার কোনো বিবেচনায় আনবেন না।

নতুন ধরনের এই আউটের নামকরণ করা হলো 'লেগ বিফোর উইকেট'। সংক্ষেপে এলবিডব্লিউ।

■ ক্রিস্টিনা উইলস নামে এক মহিলা কোনোদিন ক্রিকেট না খেললেও ক্রিকেটে রেখে গেছেন তাঁর চিরস্থায়ী অবদান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। ক্যান্টারবেরিতে থাকতেন তিনি। একদিন বাড়ির উঠোনে তিনি বোলিং করছিলেন তাঁর ভাই জন উইলসকে। ভাইয়ের অনুশীলনে সহায়তা করার জন্য এরকম বোলিং তিনি করতেন প্রায়ই। সেদিন তাঁর পরনে ছিল ঢিলেঢালা গাউন। তখন তো 'আন্ডার-আর্ম' বোলিংয়ের যুগ। তো সেভাবে বল করতে গিয়ে গাউনের ঘেরে বারবার বাধা পড়ছিল তাঁর হাত। বিরক্ত হয়ে কাঁধের উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে প্রায় রাউন্ড-আর্ম বোলিং করলেন তিনি। চমকে উঠে বেশ ঘাবড়ে গেলেন জন উইলস। খেলতে পারলেন না ঠিকমতো। আবার সেভাবে বল করতে বললেন তিনি বোনকে। বলগুলো খেলা খুব কষ্টসাধ্য হলো তাঁর জন্য। তিনি বুঝলেন, এই 'রাউন্ড-আর্ম' বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে বিশেষ টেকনিক প্রয়োজন এবং এরকম বোলিংয়ে খেলে রান তোলা বেশ দুষ্কর হবে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে।

বেশ কিছুদিন অনুশীলন করে নিয়ে ১৮০৭ সালে কয়েকটি ম্যাচে তিনি রাউন্ড-আর্ম বোলিং করলেন। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। ব্যাটসম্যানরা আপত্তি জানাতে লাগল, নো-বল ঘোষণা দিলেন আম্পায়ারেরা, দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঢুকে পড়তে লাগল মাঠের ভেতরে, স্টাম্প উপড়ে পণ্ড করে দিল খেলা; কিন্তু হাল ছাড়েননি জন উইলস। পনেরো বছর ধরে নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন রাউন্ড-আর্ম বোলিং প্রচলন করতে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে। কিছু কিছু লোকের সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু ১৮২২ সালের জুলাই মাসে লর্ডসে কেন্ট এবং এম সি সি দলের খেলায় তিনি রাউন্ড-আর্ম বোলিং করলে আম্পায়ার নো-বলের ঘোষণা দিলে চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করেন তিনি। মাথা নিচু করে বেরিয়ে যান মাঠ থেকে, তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে চিরদিনের জন্য চলে যান ক্রিকেট থেকে।

তবু রাউন্ড-আর্ম বোলিং প্রসার লাভ করে ক্রমশ এবং একসময় তা রূপান্তরিত হয় ওভার-আর্ম বোলিংয়ে।

ক্রিকেটের জন্য অত্যাবশ্যক এই পরিবর্তনটি হলো শুধু এক তরুণী মেয়ের ঢিলেঢালা গাউনের কারণে।

■ ডব্লিউ জি গ্রেসকে বলা হয় আধুনিক ক্রিকেটের জনক। অসংখ্য নিয়ম বদলাতে হয়েছে কিংবা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে হয়েছে তাঁর গোঁয়ার্তুমির কারণে।

একবার খেলতে নেমে প্রথম বলেই আউট হয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু নড়লেন না ক্রিজ থেকে। আম্পায়ার এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি আউট হয়ে গেছেন, মিস্টার গ্রেস।'

শুনে ক্ষেপে উঠলেন তিনি। বললেন, 'দর্শকরা আমার খেলা দেখতে এসেছে, আপনার খেলা নয়।'

নির্বিকারভাবে খেলা চালিয়ে গেলেন ডব্লিউ জি গ্রেস।

এই একই কীর্তি তিনি করেছেন একবার নয়, বেশ কয়েকবার। বাধ্য হয়ে আলোচনায় বসল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। প্রবর্তন করা হলো নতুন আইন—ট্রায়াল বল। নিয়মটি চালু ছিল বেশ কিছুদিন।

■ ঢোলা ধরনের জামা-কাপড় পরে খেলতে নামতেন ডব্লিউ জি গ্রেস। একবার তিনি ব্যাট করতে নামলেন সারে দলের হয়ে। প্রতিপক্ষ দল—গ্লস্টারশায়ার। হঠাৎ বলটি তাঁর ব্যাটের কোনায় লেগে ঢুকে পড়ল তাঁর জামার ভেতরে। সেই অবস্থাতেই রান নেওয়ার দৌড় শুরু করলেন তিনি। এক এক করে সাতটি রান নিয়ে ফেলার পর সংবিৎ ফিরল হতভম্ব ফিল্ডারদের। তারা সবাই তাঁকে জড়িয়ে ধরে জামার ভেতর থেকে বের করে আনল বলটি।

সেদিনই জন্ম হলো নতুন একটি আইনের—ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বল পোশাকের ভেতরে ঢুকে গেলে কোনো রান নেওয়া যাবে না। এই আইনের নাম দেওয়া হলো 'ডেড বল'।